এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৯: সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন

প্রশ্ন ▶ ১ রাফি একটি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাস করার পর তাকে বাধ্যতামূলকভাবে এক বছরের ইন্টার্নশীপ করতে হবে যেন সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান রোগীদের নিরাময়ে ব্যবহার করতে পারে। সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের ও বাস্তবজ্ঞান অর্জনের জন্য ইন্টার্নশীপের অনুরূপ দায়িত্ব পালন বাধ্যতামূলক। *[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮ । প্রশ্ন নং ৬; বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা । প্রশ্ন নং ৯]*

ক. কেস ম্যানেজার কে? ১

খ. গ্রুপ ম্যানেজমেন্টে 'দল গঠন' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইন্টার্নশিপের অনুরূপ সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের দায়িত্বটি চিহ্নিতকরণপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজকর্ম শিক্ষার উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দায়িত্বটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যিনি কেস ম্যানেজমেন্টের কার্যক্রম পরিচালনা করেন তিনি হলেন কেস ম্যানেজার।

খ গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বলতে একটি নির্দিষ্ট দলের সদস্যদের দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করাকে বোঝায়।

দল গঠনের মাধ্যমে দলের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক সুসংহত করার মাধ্যমে দলীয় সংহতি, সহযোগিতা, আনুগত্য এবং দলীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দল গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে পাঁচটি পর্যায়ের মাধ্যমে দল পরিপূর্ণতা লাভ করে। যদি এক পর্যায়ের নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদিত না হয় তবে পরবর্তী পর্যায়ে উপনীত হলে দলীয় কার্যকারিতা ও দক্ষতা ব্যাহত হয়।

গ চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের মতো সমাজকর্মের ছাত্রছাত্রীদের মাঠকর্ম বা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

মানুষের মনো-সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি উদঘাটন ও সমাধানের রূপকল্পে সমাজকর্ম আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত। সমাজকর্মের এই অবস্থানের অন্যতম কারণ হলো এর তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। এজন্য সমাজকর্মের ব্যবহারিক বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য মূলত মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়। উদ্দীপকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের এই দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে। উদ্দীপকের রাফি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র। চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাস করার পর তাকে এক বছরের জন্য বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশীপ করতে হবে। এর মাধ্যমে সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান রোগীর নিরাময়ে ব্যবহার করতে পারে। সমাজকর্মের মাঠকর্ম বিষয়টিও তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ। অর্থাৎ মাঠকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি দিক যেখানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান, পদ্ধতি ও কৌশলকে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়। এর ফলে সে একজন দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইন্টার্নশিপের মতো সমাজকর্মে শিক্ষার্থীদের দায়িত্বটি হলো মাঠকর্ম অনুশীলন করা।

ঘ সমাজকর্ম শিক্ষায় উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

আধুনিক সমাজকর্ম একটি ফলিত সামাজিক বিজ্ঞান। এর মূল লক্ষ্য হলো সমাজকর্ম সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। এর মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হয়। আর এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য একজন সমাজকর্মীকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠকর্মের অর্থাৎ ব্যবহারিক জ্ঞানও অর্জন করতে হয়। কেননা ব্যবহারিক জ্ঞানের মাধ্যমেই একজন সমাজকর্মী পেশাদার সেবাদানকারী হিসেবে পরিচিত লাভ করে। এজন্য সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানেরও গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ছাড়া এর যথার্থ কার্যকারিতা ও উপযোগিতা লাভ করা যায় না। সেজন্যই তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সংমিশ্রণ সমাজকর্মে ঘটানো হয়। যা একজন পেশাদার সমাজকর্মীর থাকতে হয়। এই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণই সমাজকর্মীকে বাস্তবক্ষেত্রে কর্ম উপযোগী করে তোলে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমস্যা সমাধান করে একটি সুখী-সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই আধুনিক সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। যা যুগোপযোগী ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার কারণে সম্ভব হয়। এই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দ্বারা একদিকে যেমন ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব অন্যদিকে এই জ্ঞান সমাজকর্ম পেশার তাত্ত্বিক দিককে আরো বেশি সমৃদ্ধ করে।

মূলত সমাজকর্ম যেহেতু সাহায্যকারী একটি প্রক্রিয়া তাই এখানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত কোনো সমস্যা সমাধান করা গেলেও মাঝে মধ্যে এমন কোনো নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে ব্যবহারিক জ্ঞান বেশি কাজে আসে। সুতরাং আমরা বলতে পারি আধুনিক সমাজকর্ম পেশায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ২ করিম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্মের সম্মান শ্রেণির ছাত্র। তাত্ত্বিক কোর্স শেষে সে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সমাজকর্ম অনুশীলনের জন্য তাকে পাঠানো হয় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে। সে তার অধীন মাদকাসক্ত রোগীদের যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দেয়। সে তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করে রোগীদের সেবা করে। *[ঢা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮ । প্রশ্ন নং ১১; সরকারি জোনারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ । প্রশ্ন নং ১১]*

ক. মাঠকর্ম কী? ১

খ. কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতি ব্যতীত একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে করিম আর কী কী নীতি অনুসরণ করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজকর্মের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে করিমের ভবিষ্যৎ পেশাগত জীবনে মাঠকর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্ম হলো সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অর্জনে গৃহীত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশল।

খ কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে সামাজিক এজেন্সি থেকে লম্বা সময়ের জন্য সাহায্য গ্রহণকারীর সেবা পরিকল্পনা ও মনিটরিং প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

এই সেবা কার্যক্রম সাহায্যার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য বা আইনগত বিষয়সহ যে কোনো ক্ষেত্রে পরিচালিত হতে পারে। মূলত এটি এমন এক পদ্ধতি যেখানে একজন পেশাদার সমাজকর্মী সাহায্যার্থী ও তার পরিবারের চাহিদার প্রেক্ষিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

teachingbd24.com

গ একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে করিম সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা এবং সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি অনুসরণ করেন। তবে এছাড়া তিনি আরো বেশ কয়েকটি নীতি অনুসরণ করতে পারেন।

একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনার মাধ্যমে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে। এই জ্ঞানের পাশাপাশি প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের জন্য তাকে মাঠকর্ম অনুশীলন করতে হয়। আর মাঠকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাঠকর্ম সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করা।

করিম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিষয়ের সম্মান শ্রেণির ছাত্র। শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী হিসেবে সে একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কাজ করছে। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটানোর জন্য তাকে মাঠকর্মের সকল নীতি অনুসরণের চেষ্টা করতে হবে। ইতোমধ্যেই সে সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা প্রদান এবং সম্পদের সদ্ব্যবহারের নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এছাড়াও তাকে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগের নীতি মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগের মাধ্যমে সে সাহায্যার্থীর সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। পাশাপাশি তাকে লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। এছাড়া সাহায্যার্থীর বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তাকে গোপনীয়তার নীতি অনুসরণ করতে হবে। আবার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারেও করিমকে খেয়াল রাখতে হবে। যেহেতু দুজন তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনা অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে এবং সবসময় ভালো কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। মূলত এ নীতিগুলো অনুসরণ করলেই সে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সফল হতে পারবে। তাই বলা যায়, একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে করিম উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিগুলো ছাড়াও আরো কিছু নীতি অনুসরণ করবে।

ঘ সমাজকর্মের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে করিমের ভবিষ্যৎ পেশাগত জীবনে মাঠকর্মের তাৎপর্য অপরিসীম।

সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবমুখী করে তুলতে মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে সমাজকর্মের নীতি, আদর্শ ও পদ্ধতিকে বিমূর্ত রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। কেননা, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সমাজকর্মের নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। তাই তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তার কার্যকারিতা, উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এর ফলে একজন শিক্ষানবীশ সমাজকর্মী ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হন।

মাঠকর্ম শিক্ষায় সমাজকর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় করা হয়। কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ছাড়া তার কার্যকারিতা ও উপযোগিতা পাওয়া যায় না। সমাজকর্মীরা শিক্ষানবিশ অবস্থায় অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান কোনো প্রতিষ্ঠানে মাঠকর্মের মাধ্যমে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। এভাবে নবীন সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের নীতি চর্চার একটি বাস্তব পরিবেশ পায়। এর ফলে পরবর্তীতে তারা পেশাগত জীবনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনো রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। এছাড়া সমাজকর্মী হিসেবে নিজের ও প্রতিষ্ঠানের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ উপলব্ধি করার শিক্ষা মাঠকর্মের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের এবং সমাজকর্ম পেশার নীতি ও পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন হয়। ফলস্বরূপ অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং সে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। উদ্দীপকের সমাজকর্মের শিক্ষার্থী করিমের পেশাগত জীবনেও এই বিষয়গুলো সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, শিক্ষানবীশ সমাজকর্মী হিসেবে মাঠকর্ম চলার সময় করিম বেশ কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে যা তার ভবিষ্যত পেশাজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩ অস্ট্রেলিয়ায় সমাজকর্ম পেশা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৪ বছর স্নাতক ও ২ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। এই কোর্সগুলো অধ্যয়ন শেষে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের বাস্তবক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে কমপক্ষে ২টি কর্মক্ষেত্রে ৯৮০ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। কর্মক্ষেত্র হিসাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমষ্টি, আদিবাসী, নারী-পুরুষ, প্রবীণ হতে পারে। তাদের সমস্যা চিহ্নিত, সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি, পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমাপ্তি করে প্রতিবেদন প্রদান করতে হয়। তার উপর ভিত্তি করেই তাকে সমাজকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

[ঢা; রা; কু; সি; য; বো; ১৭। প্রশ্ন নং ৬]

ক. কেস কী? ১

খ. সমাজকর্মে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে গোপনীয়তার নীতি কেন অপরিহার্য? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থীর কর্মক্ষেত্রের কাজের সাথে বাংলাদেশের কোন শিক্ষার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে অস্ট্রেলিয়ার একজন শিক্ষার্থী কি কেস ম্যানেজমেন্টের সব ধাপ অনুসরণ করেছে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বলা হয়।

খ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করার জন্য তার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন জরুরি। এক্ষেত্রে গোপনীয়তার নীতি অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

সমাজকর্মী যাদের সমস্যা সমাধানে কাজ করবেন তাদের যাবতীয় তথ্য গোপন রাখতে হয়। এজন্য সাহায্যার্থীকে নিশ্চয়তাও দিতে হয়। নয়তো সে তার সব সমস্যা সমাজকর্মীকে বিনা দ্বিধায় খুলে বলবে না। আর বিস্তারিত তথ্য ছাড়া সাহায্যার্থীকে সহায়তা করা সম্ভব হয় না। এজন্য গোপনীয়তার নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত শিক্ষার্থীর কাজের সাথে বাংলাদেশের মাঠকর্ম শিক্ষার সাদৃশ্য রয়েছে যা সমাজকর্মের প্রায়োগিক দিক।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। এর ধারণাকে বাস্তবে কার্যকর করার জন্য মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়। সমাজকর্মের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই এজন্য মাঠকর্ম চর্চার মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। এর মাধ্যমেই সে নিজেকে দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। উদ্দীপকে এ বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের তথ্যানুসারে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজকর্মের একজন শিক্ষার্থীকে প্রথমে ৪ বছরের স্নাতক ও ২ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স সম্পন্ন করতে হয়। এরপর তাকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে কমপক্ষে দুটি আলাদা সমস্যা নিয়ে ৯৮০ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। সেখানে তাকে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে হয়। বাংলাদেশেও সমাজকর্ম শিক্ষায় এ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এখানেও শিক্ষার্থীদের প্রথমে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস করতে হয়। এরপর তাদের বাধ্যতামূলকভাবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কমপক্ষে ৬০ কর্মদিবস হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। আর এভাবে মাঠকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে তারা অস্ট্রেলিয়ার সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের মতোই নিজেদেরকে পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লেখিত শিক্ষার্থীর কর্মক্ষেত্রের সাথে বাংলাদেশের সমাজকর্ম শিক্ষার মিল রয়েছে।

ঘ সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে অস্ট্রেলিয়ার একজন শিক্ষার্থী কেস ম্যানেজমেন্টের সবগুলো ধাপই অনুসরণ করে।

মাঠকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্সিতে সাহায্যার্থীর সমস্যা অনুধ্যানের (Case Study) সময় মাঠকর্মী বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা ধাপ অনুসরণ করে, যা কেস ম্যানেজমেন্ট নামে পরিচিত। এর ফলে সমস্যার কারণ

teachinghub.com

সম্পর্কে জানা যায় এবং সুষ্ঠুভাবে সমস্যা মোকাবিলা সম্ভব হয়। উদ্দীপকে উল্লেখ করা অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষার্থীরাও এ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটায়।

কেস ম্যানেজমেন্টের ধাপগুলো হলো— সমস্যা অনুধ্যান, সমাধান প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তদারকি, পর্যালোচনা এবং কেস সমাপ্তি। উদ্দীপকে দেখা যায়, মাঠকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার একজন শিক্ষার্থীকে প্রথমেই সাহায্যার্থীদের সমস্যা সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হয়। এরপর তাকে সমস্যাটির প্রকৃতি অনুসারে তা সমাধানের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করতে হয়। এক্ষেত্রে কীভাবে সমস্যা সমাধান করতে হবে, কোন বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে ইত্যাদি বিবেচনায় আনা জরুরি। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শেষে তাকে পুরো বিষয়টি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করে দেখতে হয়। সমস্যার সঠিক সমাধান হলেই একজন শিক্ষানবীশ সমাজকর্মী কেসের সমাপ্তি টানতে পারে।

উদ্দীপকের অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষার্থীও সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে এই ধাপগুলো অতিক্রম করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপক অনুসারে অস্ট্রেলিয়ায় একজন শিক্ষার্থী মাঠকর্ম অনুশীলনের সময় কেস ম্যানেজমেন্টের সবগুলো ধাপই অনুসরণ করে।

প্রশ্ন ▶ ৪ সাব্বির একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ের উপর সম্মান কোর্সে অধ্যয়ন করছে। তাকে তার শ্রেণি শিক্ষক পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনো একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেন এবং কিছু পরামর্শ দেন যা তাকে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই পালন করতে হবে। পরামর্শগুলো হলো—

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাদরে গ্রহণ করবে,
ক্লায়েন্টদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে,
ক্লায়েন্টদের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন করবে,
ক্লায়েন্টদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবে না
এবং ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করবে না।

[বি.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]

ক. কখন থেকে কেস ম্যানেজমেন্টের ব্যবহার শুরু হয়? ১
খ. মাঠকর্ম বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে সাব্বিরকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সমাজকর্মের ভাষায় তাকে কী বলে? পরামর্শগুলো কী কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. একজন সমাজকর্মীকে তার দক্ষতা অর্জনের জন্য উক্ত পরামর্শ ছাড়া আর কী কী নিয়ম মেনে চলতে হয় বলে তুমি মনে কর? ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মে ১৯৭০ সাল থেকে কেস ম্যানেজমেন্টের ব্যবহার শুরু হয়।

খ মাঠকর্ম বলতে সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অর্জনে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশলকে বোঝায়।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান এবং এর ধারণাকে বাস্তবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই মূলত মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এটি সমাজকর্মের এমন একটি দিক যেখানে একজন সমাজকর্মী তার তাত্ত্বিক জ্ঞানকে সফলভাবে প্রয়োগে সমর্থ হয়।

গ উদ্দীপকে সাব্বিরকে যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে সমাজকর্মের ভাষায় তাকে মাঠকর্মের নীতিমালা বলা হয়।

নীতি হলো সেসব মূল্যবোধ বা আদর্শ যা কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য মাঠকর্মীকেও কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয় যার মাধ্যমে তিনি অর্জিত জ্ঞানের সফল প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। উদ্দীপকে এ ধরনেরই কিছু নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে।

সাব্বির সমাজকর্মের ছাত্র। চতুর্থ বর্ষে পড়ার সময় তাকে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানো। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাকে কিছু পরামর্শ দেন। তার প্রথম পরামর্শটি মাঠকর্মের অংশগ্রহণ নীতির প্রতিফলন। অর্থাৎ সাহায্যার্থী ব্যক্তিকে সাব্বির সাদরে গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় পরামর্শ অনুসারে সাব্বিরকে ক্লায়েন্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, যা মাঠকর্মের সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা বিষয়ক নীতির সাথে সম্পর্কিত। তৃতীয় পরামর্শটি যোগাযোগের নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে সাব্বিরকে ক্লায়েন্টদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সফল যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। শেষ দুটি পরামর্শ যথাক্রমে আত্মসচেতনতার নীতি ও গোপনীয়তার নীতিকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ সাহায্যার্থীর সাথে সাব্বির ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং সাহায্যার্থীর যাবতীয় তথ্য গোপন রাখবে। এভাবে সে মাঠকর্ম অনুশীলনের সময় এ নিয়মগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করবে।

ঘ একজন সমাজকর্মীকে দক্ষতা অর্জনের জন্য উদ্দীপকের পরামর্শ ছাড়াও আরও কিছু নিয়ম মানতে হয়। এর মধ্যে আছে- লক্ষ্য নির্ধারণ নীতি, নমনীয় কর্মকাঠামো, সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি, পেশাগত সম্পর্ক নীতি, মূল্যায়ন নীতি প্রভৃতি। প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের জন্য এই সব নীতির সমন্বয় ঘটানো জরুরি।

মাঠকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তাকে যে সব নীতি অনুসরণ করতে হয় তার মধ্যে কয়েকটি নীতি যেমন, অংশগ্রহণ নীতি, সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা নীতি, যোগাযোগ নীতি, আত্মসচেতনতা নীতি ও গোপনীয়তা নীতির কথা উদ্দীপকে উল্লেখিত হয়েছে। এগুলো ছাড়াও অন্য কিছু নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী সফলভাবে নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারেন।

একজন মাঠকর্মীকে শুরুতেই কাজ শেষ করার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিতে হবে। কারণ লক্ষ্য অনুযায়ীই তাকে পরিকল্পনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পদের সদ্ব্যবহারের নীতি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ সম্পদের সীমাবদ্ধতা পরিমাপ করে সাহায্যার্থীকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করতে হবে। তবে মাঠকর্মী তার সাহায্যার্থীর জন্য এমন কর্ম-পরিকল্পনা করবেন তা যেন যে কোনো পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করা যায়। এর পাশাপাশি একজন মাঠকর্মীকে অবশ্যই পেশাগত সম্পর্ক নীতি মেনে চলতে হবে। তার চেষ্টা থাকবে খুব দ্রুত সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক তৈরি করার। এগুলোর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তত্ত্বাবধায়কের উপদেশ মেনে চলতে হবে। সর্বোপরি সমাজকর্মীকে প্রতিটি পর্যায়ে নিজের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লেখিত পরামর্শগুলোর পাশাপাশি উপরে বর্ণিত নীতিগুলো মেনে চললে একজন সমাজকর্মী নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ৫ সামিন হাসান সমাজকর্মের সম্মান শ্রেণির ছাত্র। তাত্ত্বিক কোর্স শেষে সে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সমাজকর্মের অনুশীলনের জন্য তাকে পাঠানো হয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে। সেখানে সে তার অধীন মাদকাসক্ত রোগীদের যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দেয়। ফলে রোগীরা তার সেবার প্রতি বেশি আস্থাশীল হয়ে ওঠে। সে তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

[ঢা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৯; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১]

ক. বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা কত সালে যাত্রা শুরু করে? ১
খ. মাঠকর্ম (Field work) বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সামিন হাসানের কার্যক্রমে মাঠকর্মের কোন নীতিমালার প্রতিফলন দেখা যায়? নিরূপণ করো। ৩
ঘ. সঠিকভাবে মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য সামিন হাসানকে আরও কিছু নীতি অনুসরণ করতে হবে— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachmedaily.com

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা ১৯৫৩ সালে শুরু হয়।

খ মাঠকর্ম বলতে সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অর্জনে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশলকে বোঝায়।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান এবং এর ধারণাকে বাস্তবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই মূলত মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এটি সমাজকর্মের এমন একটি দিক যেখানে একজন সমাজকর্মী তার তাত্ত্বিক জ্ঞানকে সফলভাবে প্রয়োগে সমর্থ হয়।

গ সামিন হাসানের কার্যক্রমে মাঠকর্মের অন্যতম দুটি প্রধান নীতি সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা এবং সম্পদের সদ্ব্যবহারের নীতির প্রতিফলন দেখা যায়।

মাঠকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে কর্মীকে কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়, যার মাধ্যমে তিনি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন। মূলত সুনির্ধারিত নীতি মেনে চললেই তিনি সফলতা পেতে পারেন। উদ্দীপকের সামিন হাসানের কার্যক্রম এক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

উদ্দীপকের সামিন হাসান একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য যায়। সেখানে গিয়ে সে প্রথমেই যে নীতিটির ওপর গুরুত্বারোপ করে তা হলো সাহায্যার্থীকে মূল্য ও মর্যাদা প্রদানের নীতি। এ নীতির আওতায় সাহায্যার্থীকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হয়; না হলে সে শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীর কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিতে চাইবে না। এ জন্য সামিন হাসান মাদকাসক্ত রোগীদের যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দেয়। ফলে রোগীরা তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠে। আবার সামিন হাসান সম্পদের সদ্ব্যবহারের নীতিটিও অনুসরণ করেছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হয়। সম্পদ যা আছে তার যেন সঠিক ব্যবহার হয় বা যার প্রয়োজন সে যেন পায় এ ব্যাপারে শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীকে সতর্ক থাকতে হয়। সামিন হাসান এ বিষয়টিও সফলতার সাথে প্রয়োগ করেছে।

ঘ সঠিকভাবে মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য সামিন হাসানকে মাঠকর্মের সকল নীতি অনুসরণেই যত্নবান হতে হবে।

একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী সমাজকর্ম বিষয়ে পড়াশোনার মাধ্যমে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞানের প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের জন্য তাকে মাঠকর্ম অনুশীলন করতে হয়। আর মাঠকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাঠকর্ম সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করা।

সামিন হাসান শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী হিসেবে একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কাজ করছে। এক্ষেত্রে সে যদি তার তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটাতে চায় তাহলে তাকে মাঠকর্মের সকল নীতি অনুসরণের চেষ্টা করতে হবে। ইতোমধ্যেই সে সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা প্রদান এবং সম্পদের সদ্ব্যবহারের নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এছাড়াও তাকে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগের নীতি মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগের মাধ্যমে তাকে সাহায্যার্থীর সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি তাকে লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। সাহায্যার্থীর বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তাকে গোপনীয়তা নীতির অনুসরণ করতে হবে। আবার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিও সামিন হাসানকে খেয়াল রাখতে হবে। দুজন তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনা অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে এবং সবসময় ভালো কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। মূলত এ নীতিগুলো অনুসরণ করলেই সে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সফল হতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, সামিন হাসানের সঠিকভাবে মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য আরও কিছু নীতি অনুসরণ করতে হবে মন্তব্যটি যথার্থ ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৬ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় সমাজকর্ম বিষয়ে যে সমস্ত কোর্স ও যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা, যারা যে কোনো বিষয়ে ও পরিস্থিতিতে জটিল বা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই ৪ বছর মেয়াদি কোর্স শেষ করে একজন শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে ২টি প্রতিষ্ঠানে ৯৮০ ঘণ্টা ব্যয় করে ব্যক্তির সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্য অনুসন্ধান, সেবা নির্ণয়, সেবা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, অনুসরণ, পরিসমাপ্তিকরণ, ফলাফল মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন তৈরি প্রভৃতি কাজ হাতে কলমে শিখতে হবে। তা না হলে তারা ডিগ্রি ও পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি পায় না। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬ ▌প্রশ্ন নং ৯]*

ক. গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট কী? ১

খ. তদারকি এবং পর্যালোচনা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে অস্ট্রেলিয়ার ৯৮০ ঘণ্টা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সাথে সমাজকর্মের কোন শিক্ষার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণকে কি কেস ম্যানেজমেন্ট বলা যায়? মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের পরিভাষায় দলকে সুষ্ঠুভাবে লক্ষ্য অনুযায়ী পরিচালনা করাই হলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট।

খ তদারকি বা পরিবীক্ষণ এবং পর্যালোচনা হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত চলতে থাকে।

মূলত নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হয়; এর ফলে সেগুলো দূর করার পদক্ষেপও গ্রহণ করা যায়। সাহায্যার্থীর প্রয়োজন ও চাহিদার পর্যালোচনায় যেসব বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় তা হলো– সমস্যার পরিবর্তন, কী ধরনের সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেবা পরিকল্পনা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, কেস শেষ করা যায় কিনা প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে অস্ট্রেলিয়ার ৯৮০ ঘণ্টা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সাথে সমাজকর্মের মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের সাদৃশ্য আছে।

মাঠকর্ম হলো বাস্তব সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মের জ্ঞান, অনুশীলন ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবহারিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া। বিশ্বের সব দেশেই মাঠকর্ম সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। একইভাবে বাংলাদেশেও সমাজকর্ম শিক্ষায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় কমপক্ষে ৬০ কর্মদিবস হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে অর্জিত শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগের সুযোগ পায়।

উদ্দীপকেও এই বিষয়টিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় সমাজকর্ম বিষয়ে পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও কোর্সসমূহ দক্ষতাসম্পন্ন সমাজকর্মী তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে। এক্ষেত্রে চার বছরের তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জনের পর কমপক্ষে ২টি প্রতিষ্ঠানে ৯৮০ ঘণ্টা কাজ করা বাধ্যতামূলক। অস্ট্রেলিয়ার সমাজকর্ম শিক্ষার এই দিকটি মাঠকর্ম প্রশিক্ষণকে ইঙ্গিত করে।

তাই বলা যায়, অস্ট্রেলিয়ায় ৯৮০ ঘণ্টার ব্যবহারিক কাজ সমাজকর্মের মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো হাতে কলমে শেখাকে কেস ম্যানেজমেন্ট বলা যায়।

কেস ম্যানেজমেন্ট হলো নির্দিষ্ট সংখ্যক সাহায্যার্থীর সাথে কাজ পরিচালনার প্রক্রিয়া, যা গবেষণা, সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে সাহায্যার্থীদের কেস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রাথমিকভাবে ব্যক্তির সমস্যা খুঁজে বের করার মাধ্যমে কেস ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ধাপে

Teachingbd24.com

ধাপে সাহায্যার্থীকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করা হয়, যা উদ্দীপকের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। উদ্দীপকে মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কেস ম্যানেজমেন্টের উপর্যুক্ত ধাপগুলো হাতে কলমে প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তির সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্য অনুসন্ধান, সেবা নির্ণয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ ঘটানোর প্রশিক্ষণ সমাজকর্মীর জন্য জরুরি।

সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমস্যা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মনো-সামাজিক অনুধ্যানের মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধান করে। এটি সাহায্যার্থীর জন্য কার্যকর সেবা নির্ণয়ে সহায়তা করে। এর ভিত্তিতে কেস ম্যানেজার সেবা পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নে হস্তক্ষেপ কৌশলের প্রয়োগ ঘটায়। এই ধাপ অতিক্রম করে কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীর অবস্থার উন্নতি বা অবনতি পরিমাপে অনুসরণ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। সাহায্য প্রদানের এই প্রক্রিয়া শেষ হয় পরিসমাপ্তিকরণ ও ফলাফল মূল্যায়নের মাধ্যমে। কার্যক্রম শেষ হবার পর মাঠকর্মীকে সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। উদ্দীপকেও এই বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে যা কেস ম্যানেজমেন্টের অন্তর্ভুক্ত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় তাই প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে কেস ম্যানেজমেন্ট বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসএস শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী শারমিনকে মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের জন্য আগারগাঁও-এ অবস্থিত প্রবীণ নিবাসে পাঠানো হয়। সেখানে সে নিজে সচেতন থেকে প্রবীণদের যথাযথ মর্যাদা ও তাদের পছন্দ-অপছন্দের স্বীকৃতি দিয়ে সেবা দেয়। সে সর্বান্তকরণে প্রবীণ ব্যক্তিদের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. মাঠকর্ম প্রশিক্ষণে কতজন তত্ত্বাবধায়ক থাকেন? ১

খ. গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট-এর ধারণা দাও। ২

গ. শারমিন প্রবীণ নিবাসে আর যেসব নীতিমালা প্রয়োগ করতে পারে সেগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্ম প্রশিক্ষণে দুইজন তত্ত্বাবধায়ক থাকেন।

খ দলকে সুষ্ঠুভাবে তার লক্ষ্যে পরিচালনা করাই হলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট।

দলের মধ্যে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটে। তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে অনেক ধরনের মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে দলীয় লক্ষ্য অর্জন অনেক সময় ব্যাহত হয়। তখন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্ত দলটিকে একটি ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসেন। আর এসবের সামগ্রিক রূপ হলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বা দলীয় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

গ উদ্দীপকের শারমিন তত্ত্বাবধায়কের উপদেশ ও নির্দেশ অনুকরণ নীতি, আত্মসচেতনতার নীতি, অংশগ্রহণ নীতি, সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা, লক্ষ্য নির্ধারণ নীতিমালা গ্রহণ করেছে। এছাড়া সে আরো নীতিমালা প্রয়োগ করতে পারে।

মাঠকর্মী প্রথমেই তার কার্য সম্পাদনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে নেবেন। মাঠকর্মীর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি ক্লায়েন্টের সাথে মেলানো যায় না। সচেতন হয়ে কাজ করতে হয়। সাহায্যার্থীকে মূল্য ও মর্যাদা দিতে হয়। তত্ত্বাবধায়কের উপদেশ ও নির্দেশমতো কার্য সম্পাদন করতে হয়। এছাড়া যোগাযোগ নীতি, গোপনীয়তা নীতি, সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি, পেশাগত সম্পর্ক নীতি, মূল্যায়ন নীতি গ্রহণ করলে একজন সমাজকর্মী সাবলীল ও কার্যকরী রূপে কাজ সম্পাদন করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শারমিন মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের জন্য তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশে কিছু নীতিমালা গ্রহণ করে প্রবীণদের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়াও শারমিন আরো কিছু নীতিমালা প্রয়োগ করতে পারে। সে যোগাযোগ নীতির মাধ্যমে নিজের ও প্রবীণদের মধ্যে সুষম যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পেশাগত সম্পর্ক নীতির মাধ্যমে পেশাগত সম্পর্ক তৈরি করা আবশ্যক। সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি গ্রহণ করলে প্রবীণ নিবাসের সম্পত্তির সদ্ব্যবহার ও সমবণ্টন করতে পারবে। প্রবীণদের বিভিন্ন তথ্য, অনুভূতি, কথা গোপনীয়তা নীতির প্রয়োগে গোপন রাখা যায়। শারমিন প্রবীণদের উন্নয়নে যে কাজ করছে তা আসলে কতটা সফল বা ব্যর্থ বা পরবর্তীতে আরো কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তার জন্য মূল্যায়ন নীতি গ্রহণ করতে পারে। এভাবে প্রবীণ নিবাসের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হতে পারে।

ঘ সমাজকর্মে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য মাঠকর্ম শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আধুনিক সমাজকর্ম একটি ফলিত সামাজিক বিজ্ঞান। বাস্তব ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রয়োগের জন্য মাঠকর্মের প্রশিক্ষণ আবশ্যক। মাঠকর্ম শিক্ষায় সমাজকর্মের নীতি, পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহারিক দিক উপস্থাপন করা হয়। মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবল ও দুর্বল দিকসমূহ অনুধাবন তথা আত্মসমালোচনা, আত্মবিশ্লেষণসহ সার্বিক বিষয়ের পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজের এবং সমাজকর্ম পেশার নীতি ও পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থী সচেতন হয়।

সমাজকর্মী শিক্ষানবিশ অবস্থায় সমাজকর্মের নীতি সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে, তা কোনো প্রতিষ্ঠানে মাঠকর্মের মাধ্যমে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। এতে তার পেশাদারিত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জিত হয়। উদ্দীপকের শারমিনের প্রবীণ-নিবাসে সরাসরি কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ তার পেশাগত জীবনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে। সমাজে সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকে দূর করতে সমাজকর্মের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পেশাগত দিককে আরও উৎকর্ষতা দিয়েছে। এছাড়া ব্যবহারিক শিক্ষা বা মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন অনেক চিন্তা-চেতনা, পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজকর্ম পেশায় মাঠকর্ম বা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ৮ সাবিনাকে একটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির শেষ বর্ষে একটি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে ৬০ কর্ম দিবসের জন্য সংযুক্ত করা হয়। তাকে দায়িত্ব দেয়া হয় অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের অনুশীলন করার জন্য। পরবর্তীতে তাকে একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করতে হয়। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সাক্ষাৎকার কী? ১

খ. কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ের ইঙ্গিত আছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাক্ষাতকার হলো তথ্য সংগ্রহের একটি পদ্ধতি।

খ কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া বলতে কেস ম্যানেজার কর্তৃক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে গৃহীত ধারাবাহিক কার্যক্রমকে বোঝায়।

কেস ম্যানেজমেন্টের কতকগুলো প্রক্রিয়া রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে তথ্য অনুসন্ধান, সেবা নির্ণয়, সমস্যা বা ঝুঁকিসমূহ শ্রেণিবদ্ধকরণ, সেবা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, অনুসরণ, সমাপ্তিকরণ, সমাপ্তি পরবর্তী যোগাযোগ এবং ফলাফল মূল্যায়ন।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হচ্ছে সমাজকর্মের মাঠকর্ম। এর বিভিন্ন কার্যক্রম উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়।

সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মাঠকর্ম। আমাদের দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ স্নাতক (সম্মান), এমএসএস প্রিলিমিনারি ও এমএসএস শেষ পর্বে শ্রেণিকক্ষের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা মাঠকর্ম নামে পরিচিত। মূলত শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অর্জিত সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োগ করে কোনো সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং এটিই মাঠকর্ম।

উদ্দীপকে সাবিনা একটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির শেষ বর্ষে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে ৬০ কর্ম দিবসের জন্য সংযুক্ত হয়। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের অনুশীলন করার জন্য। সেই সাথে তাকে একটি রিপোর্ট উত্থাপন করতে হয়। এ থেকে বোঝা যায় সে সমাজকর্মের মাঠকর্মের কার্যক্রমে অংশ নেয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হচ্ছে মাঠকর্ম।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হচ্ছে মাঠকর্ম। এর সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি রয়েছে।

মাঠকর্ম নীতিমালা বলতে সেসব মূল্যবোধ বা আদর্শকে বোঝায় যা কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। মাঠকর্ম অনুশীলনের এসব নীতি একজন সমাজকর্মীকে মেনে চলতে হয়। এ নীতিগুলো অনুসরণের মাধ্যমেই মাঠকর্মের সফলতা নির্ভর করে। এগুলো হলো— অংশগ্রহণ নীতি, যোগাযোগ নীতি, লক্ষ্য নির্ধারণ নীতি, গোপনীয়তার নীতি, সম্পর্কের সদ্ব্যবহার নীতি, নমনীয় কর্মকাঠামো নীতি, সকলকে সমান চোখে দেখার নীতি, আত্মসচেতন নীতি, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মেনে চলার নীতি, মূল্যায়ন নীতি, তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশ ও উপদেশ অনুকরণ প্রভৃতি।

এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ নীতির মাধ্যমে মাঠকর্মের প্রথম কাজ সাহায্যার্থীর সাথে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে তার সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করা এবং গোপনীয়তার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর কাছ থেকে নির্বিঘ্নে তথ্য সংগ্রহ করা। এছাড়া একজন মাঠকর্মী এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন, যা যেকোনো পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করা যায়। একজন সমাজকর্মী পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তাই তার ব্যক্তিগত ভালো লাগা, মন্দ লাগা পরিহার করে এবং নিজের আবেগ, মূল্যবোধ যাতে সাহায্যার্থীকে প্রভাবিত না করে সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে মাঠকর্মী কাজ করবেন। সর্বোপরি একজন মাঠকর্মী তার কার্য সম্পাদনের প্রতিটি পর্যায়ে কর্মের মূল্যায়ন করবেন। সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়নের মাধ্যমে ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিলে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। তাছাড়া মাঠকর্মীরা সবসময় কর্ম প্রতিষ্ঠানের এবং নিজ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশ ও উপদেশ মেনে চলবেন। এসব নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমেই মাঠকর্ম সম্পন্ন হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে সাবিনা একটি বিষয়ে স্নাতক করছে। সে বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য তাকে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে ৬০ কর্ম দিবসের জন্য সংযুক্ত করা হয়। এবং পরবর্তীতে তাকে একটি রিপোর্টও উপস্থাপন করতে হয়। এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মের মাঠকর্মকে নির্দেশ করা হয়েছে যা সম্পন্ন করার জন্য উপরের নীতিমালা অনুশীলন করতে হয়। সুতরাং বলা যায়, সমাজকর্মের মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য মাঠকর্মের নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ৯ তামিম একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ের ওপর সম্মান কোর্সে অধ্যয়ন করছে। তাকে তার শ্রেণি শিক্ষক পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেন এবং কিছু পরামর্শ দেন যা তাকে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই পালন করতে হবে। পরামর্শগুলো হলো—

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাদরে গ্রহণ করবে,
ক্লায়েন্টদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে,
ক্লায়েন্টদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং
ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করবে না।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১]

ক. কখন থেকে কেস ম্যানেজমেন্টের ব্যবহার শুরু হয়? ১

খ. 'সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মাঠকর্ম'— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে তামিমকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সমাজকর্মের ভাষায় তাকে কী বলে? পরামর্শগুলো কী কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একজন সমাজকর্মীকে তার দক্ষতা অর্জনের জন্য উক্ত পরামর্শ ছাড়া আর কী কী নিয়ম মেনে চলতে হয় বলে তুমি মনে কর? ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সাল থেকে সমাজকর্মে কেস ম্যানেজমেন্টের ব্যবহার শুরু হয়।

খ মাঠকর্ম বলতে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগকে বোঝায়।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। মূলত সমাজকর্মের ধারণাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য Field Work/বা মাঠকর্ম করা হয়ে থাকে। এটি সমাজকর্মের এমন একটি দিক যেখানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। মাঠকর্মের মাধ্যমেই একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞানকে সফলভাবে প্রয়োগে সমর্থ হয়। শুধু শ্রেণিকক্ষের শিক্ষা একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষিত করতে পারে না। এ কারণে প্রয়োজন ব্যবহারিক শিক্ষা বা মাঠকর্মের শিক্ষা। তাই বলা হয়ে থাকে 'সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মাঠকর্ম'।

গ উদ্দীপকে তামিমকে যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে সমাজকর্মের ভাষায় তাকে মাঠকর্মের নীতিমালা বলা হয়।

নীতি হলো সেসব মূল্যবোধ বা আদর্শ যা কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য মাঠকর্মীকেও কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয় যার মাধ্যমে তিনি অর্জিত জ্ঞানের সফল প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। উদ্দীপকে এ ধরনেরই কিছু নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে।

তামিম সমাজকর্মের ছাত্র। চতুর্থ বর্ষে পড়ার সময় তাকে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানো। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাকে কিছু পরামর্শ দেন। তার প্রথম পরামর্শটি মাঠকর্মের অংশগ্রহণ নীতির প্রতিফলন। অর্থাৎ সাহায্যার্থী ব্যক্তিকে তামিম সাদরে গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় পরামর্শ অনুসারে তামিমকে ক্লায়েন্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, যা মাঠকর্মের সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা বিষয়ক নীতির সাথে সম্পর্কিত। তৃতীয় পরামর্শটি যোগাযোগের নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে তামিমকে ক্লায়েন্টদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সফল যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। শেষ দুটি পরামর্শ যথাক্রমে আত্মসচেতনতার নীতি ও গোপনীয়তার নীতিকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ সাহায্যার্থীর সাথে তামিম ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং সাহায্যার্থীর যাবতীয় তথ্য গোপন রাখবে। এভাবে সে মাঠকর্ম অনুশীলনের সময় এ নিয়মগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করবে।

ঘ একজন সমাজকর্মীকে দক্ষতা অর্জনের জন্য উদ্দীপকের পরামর্শ ছাড়াও আরও কিছু নিয়ম মানতে হয়। এর মধ্যে আছে- লক্ষ্য নির্ধারণ নীতি, নমনীয় কর্মকাঠামো, সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি, পেশাগত সম্পর্ক নীতি, মূল্যায়ন নীতি প্রভৃতি। প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের জন্য এই সব নীতির সমন্বয় ঘটানো জরুরি।

মাঠকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তাকে যে সব নীতি অনুসরণ করতে হয় তার মধ্যে কয়েকটি নীতি উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী সফলভাবে নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারেন।

একজন মাঠকর্মীকে শুরুতেই কাজ শেষ করার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিতে হবে। কারণ লক্ষ্য অনুযায়ী তাকে পরিকল্পনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পদের সদ্ব্যবহারের নীতি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ সম্পদের সীমাবদ্ধতা পরিমাপ করে সাহায্যার্থীকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করতে হবে। তবে মাঠকর্মী তার সাহায্যার্থীর জন্য এমন কর্ম-পরিকল্পনা করবেন তা যেন যে কোনো পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করা যায়। এর পাশাপাশি একজন মাঠকর্মীকে অবশ্যই পেশাগত সম্পর্ক নীতি মেনে চলতে হবে। তার চেষ্টা থাকবে খুব দ্রুত সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক তৈরি করার। এগুলোর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তত্ত্বাবধায়কের উপদেশ মেনে চলতে হবে। সর্বোপরি সমাজকর্মীকে প্রতিটি পর্যায়ে নিজের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত পরামর্শগুলোর পাশাপাশি এ নীতিগুলো মেনে চললে একজন সমাজকর্মী নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ১০ সামির রেজা সমাজকর্মের সম্মান শ্রেণির ছাত্র। তাত্ত্বিক কোর্স শেষে সে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সমাজকর্মের অনুশীলনের জন্য তাকে পাঠানো হয় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে। সেখানে সে তার অধীন মাদকাসক্ত রোগীদের যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দেয়। ফলে রোগীরা তার সেবার প্রতি আস্থাশীল হয়। সে তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১]

ক. মাঠকর্ম কী? ১

খ. গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝ? ২

গ. সামির রেজার কার্যক্রমে মাঠকর্মের কোন নীতিমালার প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যথাযথভাবে মাঠকর্ম সম্পাদনে আরও কিছু নীতি অনুসরণ করতে হয়।— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্ম হলো সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অর্জনে গৃহীত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশল।

খ গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বলতে এমন কতগুলো লোকের সমাবেশকে বোঝায়, যারা কোনো বিধিবিধানের আওতায় থেকে সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা দলীয় আন্তঃক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট সমস্যার প্রেক্ষিতে দলীয় সদস্যদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার এবং দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সদস্যদেরকে সক্ষম করে তোলে। সমস্যাগ্রস্ত দলকে কীভাবে, কখন, কোথায়, কী উপায়ে, কাদের দ্বারা সাহায্য প্রদান করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১১ হারুন সাহেব একদিন দেখেন, কলেজের পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রীর একটি দল তাদের মহল্লায় প্রতিবন্ধীদের তথ্য সংগ্রহ করছে। হারুন সাহেব ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করে জানতে পারেন শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীরা তথ্য সংগ্রহ করছে। বিষয়টি হারুন সাহেব ভালোভাবে বোঝার জন্য তার বন্ধু সমাজকর্মের অধ্যাপক ওয়াজেদের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]

ক. মাঠকর্মের মেয়াদ কত কর্ম দিবস? ১

খ. সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্মের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কার্যক্রম সমাজকর্মের কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য সংগ্রহের চূড়ান্ত উপস্থাপন কীভাবে করা যায়? তোমার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে নির্দেশনা দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্মের মেয়াদ ৬০ কর্ম দিবস।

খ মাঠকর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কাঙ্ক্ষিত তথ্যাবলি সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।

মাঠকর্মের আরও বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। এর মধ্যে সামাজিক উপাদান সম্পর্কিত তথ্যাবলি সংগ্রহ, সামাজিক তথ্যাবলির কারণ উদ্‌ঘাটন, সামাজিক চলকের প্রকৃতি ব্যাখ্যাকরণ, বিস্তৃত তথ্যাবলি সরবরাহ করা, সংখ্যাবাচক বর্ণনা প্রদান, নমুনায়নের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল অংশ নির্বাচন, এলাকাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ, চলকের কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার, সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কার্যক্রম মাঠকর্মের সাথে সম্পর্কিত।

সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ব্যবহারিক শিক্ষা, যা মাঠকর্ম হিসেবে পরিচিত। সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অর্জনে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশল হলো মাঠকর্ম। কোনো সামাজিক এজেন্সি বা সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষাগত ও পেশাগত জ্ঞানের নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও দক্ষতা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে সরাসরি অনুশীলন করা হলো মাঠকর্ম। মূলত সমাজকর্মের অর্জিত জ্ঞান প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে বাস্তব প্রয়োগের লক্ষ্যেই মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়। উদ্দীপকে এ বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের হারুন সাহেব কলেজের পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রীর একটি দলকে তাদের মহল্লায় প্রতিবন্ধীদের তথ্য সংগ্রহ করতে দেখেন। শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীরা এ তথ্য সংগ্রহ করছে। তাই তাদের এ কার্যক্রমকে মাঠকর্ম বলা যায়।

ঘ ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য সংগ্রহের চূড়ান্ত উপস্থাপন প্রতিবেদন মাধ্যমে করা যায়।

মাঠকর্ম প্রতিবেদন হলো শিক্ষার্থীদের কর্মসম্পাদনের লিখিত দলিল। এটি সাধারণত একাডেমিক এবং এজেন্সি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজসেবা এজেন্সিতে নিয়োজিত শিক্ষার্থীরা অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে। এ প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত কাজগুলো উপস্থাপিত হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন রিপোর্ট হিসেবেও পরিচিত।

উদ্দীপকের হারুন সাহেব যে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করেছেন তারা শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহল্লার প্রতিবন্ধীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে। এ তথ্য তারা মাঠকর্ম প্রতিবেদনের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। তবে এ প্রতিবেদন তৈরি করার সময় কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন- প্রতিবেদন বাস্তবসম্মত সম্পূর্ণ হতে হবে; প্রতিবেদন যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে; এর ভাষা যাতে সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও বোধগম্য হয় সেদিক খেয়াল রাখতে হবে; প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্য ও উপাত্তগুলো সত্যাশ্রয়ী হতে হবে; আর প্রতিবেদনটি যেন গবেষণালব্ধ বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এর তা এমনভাবে লিখতে হবে যাতে পাঠক এটি পড়তে আগ্রহী হয়।

সার্বিক আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য সংগ্রহের চূড়ান্ত উপস্থাপন মাঠকর্ম প্রতিবেদনের মাধ্যমে করা যায়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১২ রবিন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পর তাকে বাধ্যতামূলকভাবে বিভিন্ন আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ করতে হয়, যাতে সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদেরও বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য ইন্টার্নশিপের অনুরূপ দায়িত্ব পালন বাধ্যতামূলক।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ১১]

ক. কেস কী? ১

খ. মাঠকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের ইন্টার্নশিপের সাথে সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের দায়িত্বটি চিহ্নিতপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজকর্ম শিক্ষায় উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দায়িত্বটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেস হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য পেশাদার প্রতিষ্ঠানের সমাজকর্মীর নিকট নথিভুক্ত হওয়া।

খ মাঠকর্ম (Field Work) বলতে কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করাকে বোঝায়।

মাঠকর্ম অনুশীলন সমাজকর্মে একটি অপরিহার্য বিষয়। কারণ সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। এর তাত্ত্বিক ধারণাকে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্যই মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়। অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ প্রায়োগিক একটি বিষয়।

গ হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের মতো সমাজকর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঠকর্ম বা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

মানুষের মনো-সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন ও সমাধানের রূপকল্পে সমাজকর্ম আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত। সমাজকর্মের এই অবস্থানের অন্যতম কারণ হলো এর তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। এজন্য সমাজকর্মের ব্যবহারিক বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য মূলত মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়। উদ্দীপকে হিসাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের এই দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে। উদ্দীপকের রবিন হিসাববিজ্ঞানের ছাত্র। চূড়ান্ত পরীক্ষা দেওয়ার পর তাকে বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ করতে হয়। এর মাধ্যমে সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবে। সমাজকর্মের মাঠকর্ম বিষয়টিও তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ। অর্থাৎ মাঠকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি দিক যেখানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান, পদ্ধতি ও কৌশলকে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়। এর ফলে সে একজন দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, হিসাববিজ্ঞানের ইন্টার্নশিপের মতো সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের দায়িত্বটি হলো মাঠকর্ম অনুশীলন করা।

ঘ সমাজকর্ম শিক্ষায় উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

আধুনিক সমাজকর্ম একটি ফলিত সামাজিক বিজ্ঞান। এর মূল লক্ষ্য হলো সমাজকর্ম সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। এর মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হয়। আর এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য একজন সমাজকর্মীকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠকর্মের অর্থাৎ ব্যবহারিক জ্ঞানও অর্জন করতে হয়। কেননা ব্যবহারিক জ্ঞানের মাধ্যমেই একজন সমাজকর্মী পেশাদার সেবাদানকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এজন্য সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানেরও গুরুত্ব অপরিসীম।

কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ছাড়া এর যথার্থ কার্যকারিতা ও উপযোগিতা লাভ করা যায় না। সেজন্যই তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সংমিশ্রণ সমাজকর্মে ঘটানো হয় যা একজন পেশাদার সমাজকর্মীর থাকতে হয়। এই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণই সমাজকর্মীকে বাস্তবক্ষেত্রে কর্ম উপযোগী করে তোলে।

সমাজকর্ম যেহেতু সাহায্যকারী একটি প্রক্রিয়া তাই এখানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত কোনো সমস্যা সমাধান করা গেলেও মাঝে মধ্যে এমন কোনো নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে ব্যবহারিক জ্ঞান বেশি কাজে আসে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, আধুনিক সমাজকর্ম পেশায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ১৩ আশিক সাহেব একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তার কাছে আগত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি সমাজকর্মের একটি আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি সমাজকর্মের মূল্যবোধ জ্ঞান, দক্ষতা পদ্ধতি ও বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে প্রাচীন, প্রতিবন্ধী, শিশু, যুব, শিক্ষা, গৃহায়ন, স্বাস্থ্যসেবা, উপজাতি সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ করেন।

[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৮]

ক. মাঠকর্ম কাকে বলে? ১

খ. গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আশিক সাহেব ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের কোন আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ পদ্ধতিটি আর কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্ম হলো সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি, ও দক্ষতা অর্জনে গৃহীত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশল।

খ দলকে সুষ্ঠুভাবে তার লক্ষ্যে পরিচালনা করাই হলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট।

দলের মধ্যে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটে। তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে অনেক ধরনের মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে দলীয় লক্ষ্য অর্জন অনেক সময় ব্যাহত হয়। তখন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্ত দলটিকে একটি ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসেন। আর এসবের সামগ্রিক রূপ হলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বা দলীয় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

গ উদ্দীপকে আশিক সাহেব ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

কেস ম্যানেজমেন্ট হলো বিভিন্ন সেবার মধ্যে সমন্বয়, যা সাহায্যার্থীর পক্ষে মাঠকর্মী করে থাকে। এই সেবা মানসিক স্বাস্থ্য বা আইনগত ক্ষেত্রে হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, কেস ম্যানেজমেন্ট হলো নির্দিষ্ট সংখ্যক সাহায্যার্থীর সাথে কার্যপরিচালনা করার পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে গবেষণা, সমস্যা নির্ধারণসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানের ব্যবস্থা। সমাজকর্মের ধারণা তত্ত্ব, দক্ষতা ও কৌশলে কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া আজ প্রতিষ্ঠিত। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানবীয় এবং স্বাস্থ্যসেবার বিরাট অংশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে সমাজকর্মী আশিক সাহেব তার কাছে আগত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের একটি আধুনিক পদ্ধতি অর্থাৎ কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনি সমাজকর্মের মূল্যবোধ, জ্ঞান ও দক্ষতা পদ্ধতি এবং বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে নানা সমস্যা সমাধানে কাজ করেন। তাই বলা যায়, সমস্যা সমাধানে তিনি কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

teachingbd24.com

ঘ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতিটি আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কেস ম্যানেজমেন্ট মূলত এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানবীয় ও স্বাস্থ্যসেবার বিরাট অংশে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের ধারণা, তত্ত্ব, দক্ষতা ও কৌশল কেস ম্যানেজমেন্টে ব্যবহৃত হয়। সমষ্টি সেবা, প্রবীণকল্যাণ, মানসিক স্বাস্থ্য, সংশোধনাগার, আদালত, শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণসহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠানে কেস ম্যানেজমেন্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সামাজিক সমস্যার মাত্রা দিন দিন বাড়ছে, সেখানে কেস ম্যানেজমেন্টের প্রয়োগক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। যৌথ পরিবার ভেঙে তৈরি হওয়া অণু পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশু থেকে শুরু করে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া একাকী বৃদ্ধের জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট উপযোগী।

দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধে, শিশু শ্রম নিরসনে এবং কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি কাজ করতে পারে। এছাড়া, বেকার যুবকদের মানসিক চাপ, হতাশা প্রভৃতি দূর করার ক্ষেত্রেও কেস ম্যানেজমেন্ট কাজ করতে পারে। মাদকাসক্তি, খুন, রাহাজানি প্রভৃতির মতো সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা এবং অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনে কেস ম্যানেজমেন্ট কাজ করতে পারে। তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করতে এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা প্রদানে কেস ম্যানেজমেন্ট ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দীপকের আশিক সাহেবও তার সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, শিশু, যুবক সমাজ এবং শিক্ষা, গৃহায়ন, স্বাস্থ্যসেবাসহ আরো নানা ক্ষেত্রে কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করেন। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে সামাজিক সমস্যা সমাধানে কেস ম্যানেজমেন্ট সত্যিকার অর্থেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ উপযোগী।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জিমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিষয়ের মাস্টার্সের ছাত্রী। তাত্ত্বিক কোর্স শেষে তাকে ৬০ কর্ম দিবসের মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। সে ইতিপূর্বে সম্মান কোর্স শেষেও ৬০ কর্ম দিবসের মাঠকর্ম অনুশীলন সম্পন্ন করেছে। তার শিক্ষক ফারুক হুসাইন বলেন, "স্বাধীন ও যথাযথভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য এই অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়।"

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৯]

ক. বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা কবে যাত্রা শুরু করে? ১

খ. মাঠকর্মের নীতিমালা কেমন? ২

গ. উদ্দীপকের জিমি কোন বিষয়ে কী ধরনের কার্যক্রমে নিয়োজিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জিমির শিক্ষক জনাব ফারুক হুসাইন এর বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা যাত্রা শুরু করে।

খ নীতি হলো সেসব মূল্যবোধ বা আদর্শ যা কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

মাঠকর্মেও কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয় যার মধ্য দিয়ে তিনি তার কার্য সম্পাদন করে থাকেন। তাকে মাঠকর্ম নীতি বলা হয়। যা মাঠকর্ম লক্ষ্য অর্জনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাঠকর্ম ৬টি মূল্যবোধের আলোকে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতি অনুসরণ করে। এগুলো হলো— ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদায় বিশ্বাস, ২. সামাজিক ন্যায়বিচার, ৩ মানবিক সেবা, ৪ অনুশীলনের পেশাদারিত্ব, ৫. পেশাগত অনুশীলন ও গোপনীয়তা রক্ষা এবং ৬. পেশাগত যোগ্যতা। এ নীতিগুলো যথাযথ অনুসরণের ওপর মাঠকর্মের সফলতা নির্ভর করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জিমি সমাজকর্মের মাঠকর্ম কার্যক্রমে অংশ নেয়।

সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মাঠকর্ম। আমাদের দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার উচ্চপর্যায়ে অর্থাৎ স্নাতক (সম্মান), এমএসএস প্রিলিমিনারি ও এমএসএস শেষ পর্বে শ্রেণিকক্ষের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা মাঠকর্ম নামে পরিচিত। মূলত শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অর্জিত সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োগ করে কোনো সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং এটিই মাঠকর্ম।

উদ্দীপকে জিমি সমাজকর্ম বিষয়ের তাত্ত্বিক কোর্স শেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে একটি হাসপাতালে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে যায়। সেখানে সে ৬০ কর্মদিবস প্রশিক্ষণ নেয়। এর ফলে সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জিমি সমাজকর্ম বিষয়ের মাঠকর্ম কার্যক্রমে নিয়োজিত।

ঘ উদ্দীপকে জিমির শিক্ষক জনাব ফারুক হুসাইনের বক্তব্যটি যথার্থ।

মাঠকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি কার্যক্রম যেখানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্ম পেশায় আসতে হলে প্রথমেই সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে পড়াশোনার মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এরপর এই তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে কাজ করতে হয়। এটি সম্পূর্ণ প্রায়োগিক একটি বিষয়। সেই সাথে মাঠকর্ম শিক্ষায় সমাজকর্মের নীতি, পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এসব নীতিমালার প্রয়োগ ছাড়া মাঠকর্মের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা পাওয়া যায় না। কিন্তু মাঠকর্মের এসব ব্যবহারিক জ্ঞান সমাজকর্মে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে মাঠকর্ম সমাজকর্ম পেশা বিকাশে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে।

উদ্দীপকের শিক্ষক ফারুক হুসাইনের মতে, স্বাধীন ও যথাযথভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য এই অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি এ বক্তব্যের মাধ্যমে মাঠকর্ম অনুশীলনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যার মাধ্যমে সমাজকর্ম পেশার উৎকর্ষতা আসে। সুতরাং বলা যায়, আধুনিক সমাজকর্ম পেশায় মাঠকর্মের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৫ আসফি সমাজকর্মের ছাত্রী। সে তাত্ত্বিক কোর্স সমাপ্ত করে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সে একটি শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে কাজ করে। এই সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার করে সংগঠনের কাজে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগঠনের লক্ষ্যার্জনের জন্য সদস্যদের সক্ষম করে তোলেন।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ১১]

ক. পেশাদার সমাজকর্মের কার্যকারিতা কীসের ওপর নির্ভর করে? ১

খ. মাঠকর্ম পরিচালনায় সমাজকর্মের কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে আসফি তার মাঠকর্মে কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সফলভাবে উক্ত প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আসফিকে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেশাদার সমাজকর্মের কার্যকারিতা মাঠকর্মের ওপর নির্ভর করে।

খ মাঠকর্ম পরিচালনায় সমাজকর্মের কেস ম্যানেজমেন্ট ও গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট এই দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার আলোকে কতিপয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং সমস্যা মোকাবিলায় ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে সাহায্যার্থীর

পক্ষে মাঠকর্মী বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে সমন্বয় করে থাকেন। আর গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বলতে দল সমাজকর্মকে বোঝানো হয়। একটি নির্দিষ্ট দলের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক সুসংহত করার মাধ্যমে দলীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে আসফি তার মাঠকর্মে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া প্রয়োগ করছে।

একটি নির্দিষ্ট দলের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক সুসংহত করার মাধ্যমে দলীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে পরিচিত। দলের মধ্যে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটে। তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে দলীয় লক্ষ্য অর্জন অনেক সময় ব্যাহত হয়। তখন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্ত দলটিকে একটি ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসে। আর এর সামগ্রিক রূপই হলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট।

উদ্দীপকে দেখা যায় সমাজকর্মের ছাত্রী আসফি তাত্ত্বিক কোর্স সমাপ্ত করে একটি শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে কাজ করে। অর্থাৎ এখানে শ্রমিক সংগঠন হলো একটি দল। সে সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার করে সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সদস্যদের সক্ষম করে তোলেন। এখানে আসফির কাজটি ওপরে বর্ণিত গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে আসফি তার মাঠকর্মে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেছে।

ঘ উক্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পাদন করতে হলে কয়েকটি ধাপ যেমন অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয়, সমাধান, মূল্যায়ন, দলকর্মের সমাপ্তি প্রভৃতি অতিক্রম করতে হয়।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো অনুধ্যান। দলীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে দল ও দলের সদস্যদের সম্পর্কে অনুধ্যান করে দলের সদস্যদের বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ব, ভূমিকা, দলের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, অবস্থান, দলীয় সম্পদ, সামর্থ্য, সমাজে দলের প্রভাব ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এরপর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যা নির্ণয় করতে হয়। সমস্যা নির্ণয়ের পর তা সমাধানে সমাজকর্মীকে কার্যক্রম পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হয়। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ কৌশলের প্রোভাইডিং পদ্ধতি, সক্ষমকারী পদ্ধতি, প্রভাবকারী পদ্ধতি, সৃষ্টিশীল পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেন। এরপর সমাধান প্রক্রিয়া যথাযথ ফলপ্রসূ কিনা তা যাচাইয়ের জন্য মূল্যায়ন করা হয়।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের সর্বশেষ প্রক্রিয়া হলো দলকর্মের সমাপ্তি। এক্ষেত্রে মাঠকর্মী বা দল সমাজকর্মী দলীয় লক্ষ্য অর্জন হলো কিনা, কর্মপরিকল্পনা যা গ্রহণ করা হয়েছিল তা অর্জিত হলো কিনা, দলীয় সদস্যদের সমস্যা কতটুকু সমাধান হলো, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, সমাজে তাদের জন্য বিদ্যমান যেসব ব্যবস্থা রয়েছে তার সাথে যোগাযোগ হয়েছে কিনা ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে দলের কর্মপ্রক্রিয়া শেষ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সমাজকর্মী আসফি গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ায় শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার করে সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সদস্যদের সক্ষম করে তোলেন। আর গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করতে হলে উপরে বর্ণিত ধাপগুলো অতিক্রম করতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পাদন করতে উপরে উল্লিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৬ ইউসুফ সমাজকর্মে সম্মান শ্রেণির ছাত্র। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য তাকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখানে সে তার তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটায়। ফলে রোগীরা তার সেবার প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠে। প্রতিটি রোগীকে সে যথাযথ মর্যাদা দেয়। সে তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. BRAC-এর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. সামাজিক সমস্যা পরিমাপযোগ্য— বিষয়টি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. ইউসুফের কাজে মাঠকর্মের কোন কোন নীতিমালার প্রতিফলন দেখা যায়? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. সঠিকভাবে মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য ইউসুফকে আরো কিছু নীতি অনুসরণ করতে হবে— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRAC-এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন— স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

খ পরিমাপযোগ্যতা সামাজিক সমস্যার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

যে পরিস্থিতি পরিমাপ করা যাবে না তা সামাজিক সমস্যা নয়। এটি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিসংখ্যানিক উভয় দিক থেকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। ধরা যাক, পাঁচ বছর পূর্বে বেকারত্বের হার ছিল ২০%, বর্তমানে তা ৩৫%। এটি পরিমাপ করে বলা যায়। সুতরাং এটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ রায়হান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস শেষ করেছে। এখন তাকে এক বছর ইন্টার্নি ডাক্তার হিসেবে কাজ করতে হবে। ইন্টার্নি হিসেবে কাজ করে সে অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ করবে। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কেস কী? ১

খ. মাঠকর্মের একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রায়হানের ইন্টার্নশিপের সঙ্গে সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের কোন কর্মের ছিল রয়েছে? চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্দীপকে রায়হানের মত কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেস হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য পেশাদার প্রতিষ্ঠানের সমাজকর্মীর নিকট নথিভুক্ত হওয়া।

খ মাঠকর্মের একটি উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশলের বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো।

আধুনিক সমাজকর্ম বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে থাকে। আর এক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশলগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ঘটানোর উদ্দেশ্যে মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে রায়হানের ইন্টার্নশিপের সাথে সমাজকর্মের মাঠকর্মের মিল রয়েছে।

সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মাঠকর্ম। আমাদের দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ স্নাতক (সম্মান), এমএসএস প্রিলিমিনারি ও এমএসএস শেষপর্বে শ্রেণিকক্ষের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা মাঠকর্ম নামে পরিচিত। মূলত শিক্ষার্থী মাঠকর্মের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে অর্জিত সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োগ করে।

উদ্দীপকে রায়হান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস শেষ করে। এখন তাকে এক বছর ইন্টার্নি ডাক্তার হিসেবে কাজ করতে হবে। ইন্টার্নি হিসেবে কাজ করে সে অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ করবে। সমাজকর্মেও তাত্ত্বিক শিক্ষার জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য মাঠকর্ম অনুশীলন করতে হয়। তাই বলা যায়, রায়হানের ইন্টার্নশিপের সাথে সমাজকর্মের মাঠকর্ম অনুশীলনের মিল রয়েছে।

Teachingbd.com

ঘ সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য মাঠকর্ম অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মাঠকর্ম সমাজকর্মীর অর্জিত জ্ঞানকে পরিপূর্ণতা দান করে। মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। এতে শিক্ষার্থী ঐ প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মসূচি, নীতি প্রণয়ন, প্রশাসনিক কার্যাবলিসহ নানা বিষয়ে শিক্ষার্থী ধারণা লাভ করে থাকে। এ শিক্ষা পরবর্তীতে শিক্ষার্থীকে কর্মজীবনে প্রবেশ এবং সফলতা অর্জনে সহায়তা করে। মাঠকর্ম অনুশীলনে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে এবং অপরিচিত ব্যক্তিদের মাঝে কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মাঝে বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা জন্মে এবং অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ব্যক্তি, পরিবার, দল, সংগঠন ও সমষ্টিকে নিয়েই শিক্ষার্থীর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থী এ সমস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির ভাগ্য পরিবর্তন ও অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ করে। এজন্য তাদের মতামত বা প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থী সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন—সাক্ষাৎকার, জরিপ, কেস স্টাডি, গবেষণা ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব দক্ষতা অর্জন করে।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্মে মাঠকর্ম অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মুক্তার মিয়া এই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিবে। পরীক্ষার পূর্বে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য সে ঢাকার বাইরে ৬০ দিনের কর্মদিবসের জন্য একটি সরকারি শিশুসদনে যায় হাতেকলমে শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ১১]

ক. মাঠকর্ম অনুশীলন শুরু হয় কত সালে? ১

খ. সামাজিক জরিপ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুক্তারের ৬০ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সমাজকর্মে কী বলা হয়? উল্লেখ কর। ৩

ঘ. একজন শিক্ষানবীশ সমাজকর্মীর ক্ষেত্রে উক্ত প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্ম অনুশীলন শুরু হয় ১৯২০ সাল থেকে।

খ সামাজিক জরিপ হলো একটি সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া।

সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচির স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক ও আচরণগত তথ্য প্রয়োজন হয়। মূলত এ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের পদ্ধতি হলো সামাজিক জরিপ। অনুকল্প গঠন অথবা কর্মসূচি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুক্তারের ৬০ দিনের অনুশীলন কার্যক্রমকে মাঠকর্ম বলা হয়। কারণ সমাজকর্মের শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি একটি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের আওতায় ৬০ দিনের একটি অনুশীলন কার্যক্রম সম্পন্ন করে, যা মাঠকর্ম হিসেবে পরিচিত। সমাজকর্মীদের দক্ষতা বিকাশে এর গুরুত্ব রয়েছে।

সমাজকর্মের মূল দর্শন হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির কল্যাণ সাধন। এ লক্ষ্যে ব্যক্তির সার্বিক অবস্থা জানার জন্য সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হয়। আর এজন্য প্রয়োজন কতকগুলো পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশল। মাঠকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজকর্মীগণ এ পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশলের যথাযথ ব্যবহার করতে শেখে। মাঠকর্ম সমাজকর্মীর অর্জিত জ্ঞানকে পরিপূর্ণতা দান করে। মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য যেহেতু শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়, সেহেতু শিক্ষার্থী ঐ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মসূচি, নীতি প্রণয়ন, প্রশাসনিক কার্যাবলিসহ নানা বিষয়ে ধারণা লাভ করে থাকে, যা সমাজকর্মীকে পরবর্তী কর্মজীবনে সহায়তা করে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, সফলতা, ব্যর্থতা নির্ণয় করে সীমাবদ্ধতা দূর করতে শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান করে থাকে।

এছাড়া তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন— সাক্ষাৎকার, জরিপ, কেস স্টাডি, গবেষণা ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব দক্ষতা অর্জন করে থাকে। তদুপরি ৪৫০ কর্মঘণ্টা বা ৬০ কর্মদিবসে শিক্ষার্থী যে কাজগুলো করে থাকে সে সম্পর্কিত প্রসেস রেকর্ডিং, কেস লিপিবদ্ধকরণ এবং সর্বশেষ প্রতিবেদন তৈরির মতো বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। এ সকল কারণে সমাজকর্মে মাঠকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ঘ একজন শিক্ষানবীশ সমাজকর্মীর ক্ষেত্রে উক্ত প্রশিক্ষণ অর্থাৎ মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবমুখী করে তুলতে মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে সমাজকর্মের নীতি, আদর্শ ও পদ্ধতিকে বিমূর্ত রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। কেননা, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সমাজকর্মের নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। তাই তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তার কার্যকারিতা, উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এর ফলে একজন শিক্ষানবীশ সমাজকর্মী ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হন।

মাঠকর্ম শিক্ষায় সমাজকর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় করা হয়। কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ছাড়া তার কার্যকারিতা ও উপযোগিতা পাওয়া যায় না। সেজন্যই সমাজকর্মে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটানো হয় যা একজন পেশাদার সমাজকর্মীর জন্য জরুরি। সমাজকর্মীরা শিক্ষানবিশ অবস্থায় অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান কোনো প্রতিষ্ঠানে মাঠকর্মের মাধ্যমে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। এভাবে নবীন সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের নীতি চর্চার একটি বাস্তব পরিবেশ পায়। এর ফলে পরবর্তীতে তারা পেশাগত জীবনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনো রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। এছাড়া সমাজকর্মী হিসেবে নিজের ও প্রতিষ্ঠানের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ উপলব্ধি করার শিক্ষা মাঠকর্মের মাধ্যমে পাওয়া যায়। ফলে আত্মসমালোচনা ও নিজের কাজের বিশ্লেষণসহ সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনার সুযোগ মেলে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের এবং সমাজকর্ম পেশার নীতি ও পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন হয়। ফলস্বরূপ অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং সে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, শিক্ষানবীশ সমাজকর্মী হিসেবে মাঠকর্ম চলার সময় করিম বেশ কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। যা তার ভবিষ্যত পেশাজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ রানা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্মের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব জ্ঞান আহরণের জন্য তাকে ৬০ দিনের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সে সেখানে সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষে বিভাগে প্রতিবেদন জমা দেয়।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. সমাজকর্মের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. সামাজিক জরিপ কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ শেষে রানা কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করবে? ৩

ঘ. সমাজকর্মে উক্ত প্রশিক্ষণের ভূমিকা ব্যাপক— মূল্যায়ন করো। ৪

Teachingbd24.com

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হলো এমন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ভর বিজ্ঞান যেখানে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে ক্ষমতার পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা হয়।

খ সৃজনশীল ১৮ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ অর্থাৎ মাঠকর্ম শেষে রানা সমাজকর্ম সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মাধ্যমে মাঠকর্ম সম্পন্ন করবে।

প্রতিবেদনের উপরের পৃষ্ঠায় মাঠকর্মের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের নাম, ছাত্র/ছাত্রীর নাম, কর্মক্ষেত্রের এবং প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়কের নাম, মাঠকর্ম অনুশীলনের সময়সীমা উল্লেখ থাকবে। প্রতিবেদনের অভ্যন্তরীণ অংশে সংস্থার কার্যপরিধি, কার্যক্রম শুরু করার সময় এবং পদ্ধতি, সংস্থার ধরন (সরকারি- বেসরকারি, ব্যক্তি ও দল সমাজকর্ম, সেবা প্রদানের ক্ষেত্র), সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংস্থার চলতি কার্যক্রমসমূহ, সংস্থার প্রশাসনিক কাঠামো ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। পরবর্তীতে মাঠকর্ম দ্বারা পরিচালিত কোর্সের সংখ্যা, ব্যক্তি সমাজকর্ম কেন্দ্রিক সংস্থার ক্ষেত্র বর্ণনায় ৩ থেকে ৪টি নির্ধারিত কেসের (ঘটনা) সারসংক্ষেপ বর্ণনা থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মমূল্যায়নের বর্ণনা থাকবে ও ছাত্র-ছাত্রী যে সংস্থায় তার মাঠকর্ম সম্পাদন করেছে সে সংস্থার কর্মসূচি ও সেবাসমূহের সফলতা ও বিফলতা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়। সেইসাথে মাঠকর্ম পরিচালনায় যেসব প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা মোকাবিলা করেছে তা দূরীকরণের সুপারিশমালা লিখিত আকারে রিপোর্টে উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদনে ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রতিবেদনের শেষে লিখিত আকারে সংযুক্ত করতে হবে।

তাই বলা যায়, রানা উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করার মাধ্যমে তার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন তৈরি করবে।

ঘ সমাজকর্মে উক্ত প্রশিক্ষণের অর্থাৎ মাঠকর্মের ভূমিকা ব্যাপক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থায় উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্ম কাজ করছে। এটি মূলত একটি ফলিত সামাজিক বিজ্ঞান এবং পেশাগত সেবাদান প্রক্রিয়া। মাঠকর্ম প্রশিক্ষণ এই পেশাগত কার্যক্রমকে উৎকর্ষতা প্রদানে সহায়তা করছে।

পেশাগত সেবাদান প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্ম তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে যৌথভাবে প্রয়োগ করে। যেহেতু তাত্ত্বিক জ্ঞান সবসময় প্রচলিত সমাজে প্রয়োগ করা যায় না সেহেতু মাঠকর্ম প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে সহায়ক। এছাড়া মাঠকর্ম বিভিন্ন এজেন্সী ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম পদ্ধতি ও কৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে বিচিত্র ধরনের মানুষ, তাদের সমস্যা ও এর সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। মাঠকর্মের ফলে শিক্ষার্থীদের পেশাগত দক্ষতার পরিমার্জন, পরিশোধন, মূল্যবোধ অর্জন প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীরা তত্ত্ব এবং তত্ত্বের অনুশীলনের মধ্যে সংযোগ সাধনে সক্ষম হয়, যা সমাজকর্মের পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনে সহায়ক। পাশাপাশি ব্যবহারিক বা মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের সময় নতুন চিন্তা-চেতনা, পদ্ধতি, কৌশল অবলম্বন করা হয়। ফলে সমাজকর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় তাত্ত্বিক-জ্ঞান কাজে লাগানো গেলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাধারণত মাঠ প্রশিক্ষণ বেশি কার্যকর।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে চিহ্নিত কাজ অর্থাৎ মাঠকর্মের মাধ্যমে বর্তমান সমাজকর্মের পেশাগত দিক উৎকর্ষতা অর্জন করছে। মাঠকর্ম অনুশীলন একজন শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহারিক প্রয়োগের সুযোগ করে দেয় এবং পেশাগত দায়িত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ▶ ২০ রাফি একটি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাস করার পর তাকে বাধ্যতামূলকভাবে এক বছরের ইন্টার্নশিপ করতে হবে যেন সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান রোগীদের নিরাময়ে ব্যবহার করতে পারে। সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদেরও বাস্তবজ্ঞান অর্জনের জন্য ইন্টার্নশিপের অনুরূপ দায়িত্ব পালন করা বাধ্যতামূলক।

[বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. প্রতিবেদন কী? ১

খ. কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মেডিকেল ছাত্রদের ইন্টার্নশিপ সমাজকর্মের কোন বিষয়কে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবেদন হলো কার্যসম্পাদনের লিখিত দলিল।

খ কেস ম্যানেজমেন্ট হলো বিভিন্ন সেবার মধ্যে সমন্বয় যা সাহায্যার্থীর পক্ষে মাঠকর্মী করে থাকে। এই সেবা মানসিক স্বাস্থ্য বা আইনগত ক্ষেত্রে হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, কেস ম্যানেজমেন্ট হলো নির্দিষ্ট সংখ্যক সাহায্যার্থীর সাথে কার্য পরিচালনা করার প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে গবেষণা, সমস্যা নির্ধারণসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানের ব্যবস্থা।

গ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব ফিরোজ উদ্দীন রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি বি এস শেষ করে। এখন তাকে এক বছর ইন্টার্নি ডাক্তার হিসেবে কাজ করতে হবে। ইন্টার্নি ডাক্তার হিসেবে কাজ করে সে অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ করবে। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া কী? ১

খ. মাঠকর্ম প্রতিবেদন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব ফিরোজ সাহেবের ইন্টারনিশিপের সাথে সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের কোন কর্মের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্দীপকের ফিরোজ সাহেবের মতো কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে সামাজিক এজেন্সি থেকে লম্বা সময়ের জন্য সাহায্য গ্রহণকারীর সেবা পরিকল্পনা ও মনিটরিং প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

খ মাঠকর্ম প্রতিবেদন হলো শিক্ষার্থীদের কর্মসম্পাদনের লিখিত দলিল। সাধারণত মাঠকর্ম একাডেমিক এবং এজেন্সি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজসেবা এজেন্সিতে নিয়োজিত শিক্ষার্থীরা অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে। এ প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত কাজগুলো উপস্থাপিত হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন রিপোর্ট হিসেবেও পরিচিত।

গ সৃজনশীল ১৭ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ নাবিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সম্মান শ্রেণির ছাত্র। তাত্ত্বিক কোর্স শেষে সে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সমাজকর্ম অনুশীলনের জন্য তাকে পাঠাতে হয় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে। সে তার অধীনে মাদকাসক্ত রোগীদের যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দেয়। সে তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করে রোগীদের সেবা করে। *[সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

teachingbd24.com

ক. মাঠকর্ম কী?
খ. কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নাবিলের কার্যক্রমে মাঠকর্মের কোন কোন নীতিমালার প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সঠিকভাবে মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য নাবিলকে আরো কিছুনীতি অনুসরণ করতে হবে" উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্ম হলো সমাজের এমন একটি দিক যেখানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়।

খ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৩ তাহরিমা হক একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তার কাছে আগত সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি সমাজকর্মের একটি আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি সমাজকর্মের মূল্যবোধ, জ্ঞান, দক্ষতা, পদ্ধতি ও বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, শিশু, যুব, শিক্ষা, গৃহায়ন স্বাস্থ্যসেবা, উপজাতি সংক্রান্ত নানা সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করেন। *[বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কেস কী? ১
খ. 'সমাজকর্ম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়'— উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে তাহরিমা হক ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের কোন আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ পদ্ধতিটি আর কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেস হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য পেশাদার প্রতিষ্ঠানের সমাজকর্মীর নিকট নথিভুক্ত হওয়া।

খ সমাজকর্ম পেশায় তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন এবং তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যকর করা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।
সমাজকর্ম পেশায় আসতে হলে প্রথমেই সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে পড়াশোনার মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এরপর এই তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের জন্য মাঠ-পর্যায়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে কাজ করতে হয়। এভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়েই একজন সমাজকর্মী পেশাদার ক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্য হয়ে ওঠেন।

গ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪ স্বর্ণা সমাজকর্মের শিক্ষার্থী। এখন সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সমাজসেবা বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য কাজ করছে। এখানে তাদের ৬০ কর্মদিবস কাজ করতে হবে। কাজ শেষে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে তার ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের কাছে জমা দিতে হবে। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা কত সালে যাত্রা শুরু করে? ১
খ. মাঠকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে স্বর্ণা সমাজকর্মের কোন কাজ সম্পন্ন করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে স্বর্ণা সমাজকর্মের যে কাজ করছে তার উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা ১৯৫৫ সালে যাত্রা শুরু করে।

খ মাঠকর্ম (Field Work) বলতে কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করাকে বোঝায়।
মাঠকর্ম অনুশীলন সমাজকর্মে একটি অপরিহার্য বিষয়। কারণ সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। এর তাত্ত্বিক ধারণাকে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্যই মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়। অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ প্রায়োগিক একটি বিষয়।

গ স্বর্ণা সমাজকর্মের প্রায়োগিক দিক তথা মাঠকর্ম অনুশীলনের কাজ সম্পন্ন করেছে।
মাঠকর্ম হলো তাত্ত্বিক জ্ঞানকে কার্যকরী ও পরিপূর্ণ করে তোলার একটি পদ্ধতি। অর্থাৎ মাঠকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি দিককে নির্দেশ করে যেখানে তাত্ত্বিক জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে নিয়ে প্রয়োগ করা হয়।
স্বর্ণা সমাজকর্মের শিক্ষার্থী। সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সে ঢাকা মেডিকেলে হাসপাতাল সমাজসেবা বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ সে তার অর্জিত জ্ঞানকে কতটুকু কাজে লাগাতে পারছে তা দেখার জন্য এবং সমাজকর্মের ধারণাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠিয়েছে। এখানে মাঠকর্মের উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা যায়, স্বর্ণা সমাজকর্মের প্রায়োগিক, বাস্তবমুখী জ্ঞানের প্রয়োগের জন্য মাঠকর্ম সম্পাদন করছে।

ঘ উদ্দীপকের স্বর্ণা সমাজকর্মের প্রায়োগিক তথা মাঠকর্ম অনুশীলন করছে। এর লক্ষ্যও উদ্দেশ্য সুদূরপ্রসারী।
সমাজকর্মের শিক্ষার্থী স্বর্ণাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে ঢাকা মেডিকেলে অর্জিত পাঠানো হয়। সেখানকার হাসপাতাল সমাজসেবা বিভাগে জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সে সেখানে রোগী কল্যাণ তথা রোগীর চিকিৎসায় সার্বিক সহযোগিতা করছে। তার এ কাজে সমাজকর্মের জ্ঞান, পদ্ধতি, কৌশল প্রয়োগ করে হাসপাতালে আগত দুস্থ ও অসহায় রোগীদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। মূলত শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং সমাজকর্মের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করাই ছিল তাকে মাঠকর্মে পাঠানোর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মসূচির সাথে একাত্ম হয়ে সে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা এখানে আত্মসচেতনতা, নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যপরায়ণতার সাথে কাজ করে পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করবে যা মাঠকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে ব্যবহারিক জ্ঞানের একটা সমন্বয় করার চেষ্টা করেছে উদ্দীপকের স্বর্ণা। সে মানুষ এবং মানুষের সমস্যাগুলো কাছ থেকে দেখার বা জানার সুযোগ পেয়েছে।
সার্বিক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্বর্ণার মাঠকর্ম অনুশীলনে এর লক্ষ্য— উদ্দেশ্যকে উঠে এসেছে।

Teachingbd24.com

নবম অধ্যায়: সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন

★★ সমাজকর্মে মাঠকর্মের ধারণা ও উদ্দেশ্য, মাঠকর্মের নীতিমালা, মাঠকর্মের গুরুত্ব

১. সমাজকর্ম কোন ধরনের জ্ঞানের কার্যকারিতা ও পরিপূর্ণতা অর্জন করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে? [জ্ঞান]
ক তাত্ত্বিক খ মৌলিক
গ প্রায়োগিক ঘ যৌগিক **ক**

২. কোন বিষয়ের কার্যকারিতা নির্ভর করে তার ব্যবহারিক দক্ষতার ওপর? [জ্ঞান]
ক সমাজকল্যাণের খ সমাজকর্মের
গ ইতিহাসের ঘ নীতিবিদ্যার **খ**

৩. কোন বিষয়কে একটি ফলিত সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা হয়? [জ্ঞান]
ক ইতিহাস খ পৌরনীতি
গ নৃবিজ্ঞান ঘ সমাজকর্ম **ঘ**

৪. *Field work Manual* এর লেখক কে? [জ্ঞান]
ক PB Horton খ M A Momen
গ CL Hunt ঘ Bogardas **খ**

৫. আধুনিক সমাজকর্ম কোন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তি দল, ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান করে থাকে? [জ্ঞান]
ক জরিপ খ কেস স্টাডি
গ ঘটনা অনুসন্ধান ঘ বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি **ঘ**

৬. নীতিকে কার্য সম্পাদনের কাঠামো বলে অভিহিত করেছেন কারা? [জ্ঞান]
ক হলিস ও টেইলর খ ফ্রিম্যান ও শেরউড
গ ম্যাকাইভার ও পেজ
ঘ পি বি হর্টন ও সি এল হান্ট **খ**

৭. কয়টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাঠকর্মীরা সমঝোতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে থাকে? [জ্ঞান]
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **ক**

৮. মাঠকর্মী তার Client সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে কোন নীতির মাধ্যমে? [জ্ঞান]
ক অংশগ্রহণ নীতি খ গোপনীয়তা নীতি
গ যোগাযোগ নীতি ঘ লক্ষ্য নির্ধারণ নীতি **গ**

৯. পরিবর্তিত অবস্থার সাথে নিজেকে অভ্যস্ত করার প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়? [জ্ঞান]
ক উদ্ভাবন খ র‍্যাপো
গ অভিযোজন ঘ প্রভাবিতকরণ **গ**

১০. মাঠকর্ম শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধায়কের অধীনে সরাসরি সেবামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে কোন বিষয়ের জ্ঞান অনুশীলনের সম্পৃক্ত করে? [জ্ঞান]
ক সমাজকর্ম খ সমাজবিজ্ঞান
গ পৌরনীতি ঘ ইতিহাস **ক**

১১. সমাজকর্ম বিশ্বব্যাপী পরিচিত হওয়ার কারণ— [অনুধাবন]
i. ব্যবহারিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ
ii. তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ
iii. সমস্যার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন ও এর সমাধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১২. মাঠকর্মের লক্ষ্য হলো— [অনুধাবন]
i. সমাজ তথা মানুষের সমস্যা জানা
ii. সমাজকর্মের পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ
iii. তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৩. সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম প্রশিক্ষণ চালু করার কারণ— [অনুধাবন]
i. তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবমুখী করে তোলার জন্য
ii. সমাজকর্মের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য
iii. শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৪. সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়— [অনুধাবন]
i. সমাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য
ii. সামাজিক সমস্যা থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য
iii. দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ইমন এ বছর সমাজকর্ম বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে। সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে চায়। এক্ষেত্রে তাকে কতকগুলো নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। আধুনিক সমাজকর্ম বিকাশে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১৫. অনুচ্ছেদে ইমনের অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করাকে সমাজকর্মের ভাষায় কী বলা হয়? [প্রয়োগ]
ক সমাজসেবা কার্যক্রম
খ মাঠকর্ম অনুশীলন
গ সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম
ঘ সমাজসংস্কারমূলক কার্যক্রম **খ**

১৬. ইমনের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগে অনুসরণ করতে হবে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. অংশগ্রহণ নীতিমালা
ii. গোপনীয়তা নীতিমালা
iii. পেশাগত সম্পর্ক নীতিমালা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

eachingbd.com

★ কেস ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া

১৭. কেস নিয়ে কাজ করার সময় সমাজকর্মীকে সংশ্লিষ্ট কেসের জন্য কী করতে হয়? [জ্ঞান]
ক সমস্যা নির্ধারণ খ তদারকি
গ পরিকল্পনা ঘ পরিকল্পনা উন্নয়ন **ক**

১৮. কেস ম্যানেজমেন্ট কী? [জ্ঞান]
ক স্কুল সমাজকর্ম
খ ব্যবহারিক সমাজকর্ম
গ পেশাগত সম্পর্ক
ঘ বিভিন্ন সেবার মধ্যে সমন্বয় **ঘ**

১৯. কে সমাজকর্মের সাহায্যার্থীকেন্দ্রিক ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেন? [জ্ঞান]
ক এম এ মোমেন খ ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার
গ ট্রিশ কেনেল ঘ মরেলস এন্ড শেফার **খ**

২০. Trish Kanle কত সালে সমাজকর্মের সাহায্যার্থী কেন্দ্রিক কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেন? [জ্ঞান]
ক ২০১০ সালে খ ২০১১ সালে
গ ২০১২ সালে ঘ ২০১৩ সালে **ক**

২১. Trish Kanle প্রদত্ত সাহায্যার্থী কেন্দ্রিক কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার কোন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়? [জ্ঞান]
ক প্রথম পর্যায়ে খ দ্বিতীয় পর্যায়ে
গ তৃতীয় পর্যায়ে ঘ চতুর্থ পর্যায়ে **খ**

২২. কেস ম্যানেজমেন্টের প্রক্রিয়াকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ২টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৬টি **ক**

২৩. সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়? [জ্ঞান]
ক সাহায্যার্থী খ সাহায্যকারী
গ অসহায়গ্রস্ত ঘ মাঠকর্মী **ক**

২৪. Rapport বলতে কী বোঝ? [জ্ঞান]
ক সাহায্যার্থীর পেশাগত সম্পর্ক
খ সমাজকর্মীর সীমাবদ্ধতা
গ সমাজকর্মীর ও সাহায্যার্থীর পেশাগত সম্পর্ক
ঘ মাঠকর্মীর অনুশীলন **গ**

২৫. সমস্যা নির্ণয়-পরবর্তী ধাপ হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? [জ্ঞান]
ক পরিকল্পনা প্রণয়ন খ বাস্তবায়ন
গ পর্যালোচনা ঘ সমাপ্তিকরণ **ক**

২৬. সমাজকর্মের সাহায্যার্থী কেন্দ্রিক কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ কোনটি? [জ্ঞান]
ক বাস্তবায়ন খ পরিকল্পনা গ্রহণ
গ তদারকি এবং পর্যালোচনা
ঘ কেস সমাপ্তি **ক**

২৭. কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মূল কাজ হলো— [অনুধাবন] *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুলসহ, চট্টগ্রাম]*
i. পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখা
ii. সাহায্যপ্রার্থীর সক্ষমতা বাড়ানো
iii. বিদ্যমান ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৮. কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়াগুলো হলো— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তির সমস্যা নির্ণয়
ii. ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা গ্রহণ
iii. ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৯. কেস ম্যানেজমেন্টের তদারকি ও পর্যালোচনা রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ ধাপে— [অনুধাবন]
i. সমস্যার পরিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়
ii. কেস সমাপ্ত করা হয়
iii. কর্মসূচি পরিবর্তনের সুযোগ থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া

৩০. কোনটির ওপর ভিত্তি করে মানুষ দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন শুরু করে? [অনুধাবন]
ক পারস্পরিক ভালোবাসা
খ দায়িত্ববোধ
গ নির্ভরশীলতা ঘ ধর্মীয় বন্ধন **গ**

৩১. গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার কোন কাজটি সেবাদান শুরু হওয়া থেকে শেষ অবধি ক্রমাগত চলতে থাকে? [জ্ঞান]
ক তথ্য অনুসন্ধান
খ চাহিদা নির্ণয় ও সেবাদান পরিকল্পনা
গ সেবাকর্ম ঘ মূল্যায়ন **ক**

৩২. গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া কোনটি? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক পরিকল্পনা খ দল গঠন
গ মূল্যায়ন
ঘ দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ **ক**

৩৩. গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ কোনটি? [জ্ঞান]
ক তথ্য অনুসন্ধান
খ চাহিদা নির্ণয় ও সেবাদান পরিকল্পনা
গ মূল্যায়ন
ঘ দলকর্মের সমাপ্তি **ঘ**

Teachingbd

৩৪. একজন দল সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের— [অনুধাবন]
i. সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করেন
ii. অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করেন
iii. কল্যাণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৫. শাহানা একটি ফার্মে দল সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করেছে। তার দল ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে তিনি যাচাই করবেন— [প্রয়োগ]
i. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কি না
ii. দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না
iii. প্রতিষ্ঠান তার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছে কি না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রুমা ও রোমেলের বিয়ের বয়স দু'বছর হলো রুমা কিছুতেই রোমেলের পরিবারের সাথে সমন্বয় করতে পারছে না। এ নিয়ে রোমেলসহ পরিবারের সবার সাথে রুমার সমস্যা দেখা দিয়েছে। রুমা আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেও দেড় বছরের ছেলে অনিকের জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না।

৩৬. একজন সমাজকর্মী উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করবে? [প্রয়োগ]
ক কেস ম্যানেজমেন্ট
খ গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট
গ কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট
ঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়া **খ**

৩৭. উক্ত প্রক্রিয়ায় একজন সমাজকর্মী— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করবেন
ii. পরিবারের সদস্যদের সাথে খাপ খাইয়ে চলার পরামর্শ দেবেন
iii. সদস্যদের ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★ মাঠকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্ম কৌশল, মাঠকর্ম প্রতিবেদন তৈরির ধারণা

৩৮. সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় কোনটির মাধ্যমে? [জ্ঞান]
ক কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
খ গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
গ মাঠকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে
ঘ কেস স্টাডির মাধ্যমে **গ**

৩৯. কোন সালে মাঠকর্ম অনুশীলন শুরু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯০০ সালে খ ১৯২০ সালে
গ ১৯৪০ সালে ঘ ১৯৬০ সালে **খ**

৪০. মাঠকর্মের মাধ্যমে কী অর্জিত হয়? [জ্ঞান]
ক জ্ঞান খ অভিজ্ঞতা
গ দক্ষতা ঘ যোগ্যতা **গ**

৪১. শ্রেণিকক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে কী অর্জিত হয়? [জ্ঞান]
ক দক্ষতা খ অভিজ্ঞতা
গ জ্ঞান ঘ নৈপুণ্য **গ**

৪২. কোনটি মাঠকর্মের উপাদান নয়? [জ্ঞান]
ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খ তত্ত্বাবধায়ক
গ এজেন্সি ঘ অনুশীলনবিদ **ক**

৪৩. মাঠকর্ম হলো— [অনুধাবন]
ক তত্ত্ব এবং অনুশীলনের সংযোগ
খ জ্ঞান ও দক্ষতার সংযোগ
গ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার সংযোগ
ঘ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও এজেন্সির সংযোগ **খ**

৪৪. মাঠকর্মের কোন প্রক্রিয়াটি অনুসরণের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সামগ্রিকভাবে জানা যায়? [জ্ঞান]
ক মূল্যায়ন খ হস্তক্ষেপ কৌশল
গ যোগাযোগ কৌশল ঘ সমস্যা নির্ধারণ **ঘ**

৪৫. মাঠকর্মে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি কয়টি? [জ্ঞান] /জনতা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক ৪টি খ ৫টি
গ ৬টি ঘ ৭টি **গ**

৪৬. বাঞ্ছিত সামাজিক পরিবর্তন সাধন ও সমর্থন আদায়ের জন্য পরিচালিত সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক অভিযোজন খ সামাজিক কার্যক্রম
গ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ঘ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা **খ**

৪৭. কোন বিপ্লবের ফলে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে? [জ্ঞান]
ক রুশ বিপ্লব খ শিল্প বিপ্লব
গ ফরাসি বিপ্লব ঘ অরেঞ্জ বিপ্লব **খ**

৪৮. কোন শতাব্দীর শেষ ভাগে শিল্প বিপ্লব হয়? /জনতা বোর্ড কলেজ, ময়মনসিংহ/
ক সপ্তদশ খ অষ্টাদশ
গ উনবিংশ ঘ বিংশ **খ**

৪৯. মাঠকর্মী সাহায্যার্থীর সমস্যার কার্যকরী সমাধান দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়টি কৌশল অবলম্বন করে থাকেন? [জ্ঞান]
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **গ**

Teachingbd.com

৫০. সমাজকর্মের শিক্ষার্থীকে কোন ধরনের ব্যক্তিদের মাঝে কাজ করতে হয়? [জ্ঞান] /টাঙ্গাইল সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল/
ক পরিচিত খ পরিবারের সদস্য
গ আত্মীয় ঘ অপরিচিত ব্যক্তি **ঘ**

৫১. সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীদের কী করতে হবে? /রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ, রাজবাড়ী/
ক পরিকল্পনা খ গবেষণা
গ যোগাযোগ ঘ পদক্ষেপ গ্রহণ **খ**

৫২. মাঠকর্ম প্রতিবেদন কয় প্রকারের হয়? [জ্ঞান] /কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ **ক**

৫৩. প্রতিবেদনে সবসময় কোন ধরনের তথ্যাবলি ব্যবহার করতে হবে? [জ্ঞান] /রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ, রাজবাড়ী/
ক আপডেট খ প্রাচীনকালের
গ গবেষণালব্ধ ঘ আনন্দদায়ক **ক**

৫৪. প্রতিবেদন কেমন হতে হবে? [জ্ঞান] /মতিঝিল গভর্নমেন্ট সিনিয়র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা/
ক সম্পূর্ণ খ অসম্পূর্ণ
গ বিস্তৃত ঘ বিক্ষিপ্ত **ক**

৫৫. ঢাকায় কত সালে সমাজকর্ম বিষয়ে তিন মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়? [জ্ঞান] /চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ/
ক ১৯৫২ সালে খ ১৯৫৩ সালে
গ ১৯৫৪ সালে ঘ ১৯৫৫ সালে **খ**

৫৬. সমাজকর্ম শিক্ষা কত কর্মদিবস মাঠকর্ম সম্পাদন করতে হয়? /সকল বোর্ড ২০১৫/
ক ৫০ খ ৬০
গ ৭০ ঘ ৮০ **খ**

৫৭. সামাজিক জরিপকে মাঠকর্ম গবেষণায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন কে? [জ্ঞান]
ক পি. ডি. ইয়ং খ জন হাওয়ার্ড
গ ফ্রিডল্যান্ডার ঘ কার্লি হেনরি **খ**

৫৮. সমাজকর্মে মাঠকর্ম প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য কে নির্দেশনা প্রদান করেন?
ক জিসবার্ট খ এম এ মোমেন
গ ফ্রিম্যান ঘ টেইলর **খ**

৫৯. সমাজকর্মে মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়— [অনুধাবন]
i. উন্নয়নধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহে
ii. স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে
iii. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬০. মাঠকর্মের তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছেন— [অনুধাবন] /বেনী সরকারী কলেজ, বেনী/
i. সংস্থার পেশাদার লোক
ii. কোর্স শিক্ষক iii. কোর্স সমন্বয়ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৬১. মাঠকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী— [অনুধাবন] /মিলন মোহন কলেজ, মানবসম্পদ/
i. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে
ii. প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে
iii. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬২. মাঠকর্ম প্রতিবেদন তৈরির সময় ব্যবহৃত হয়— [অনুধাবন] /কালকাঠী সরকারি মহিলা কলেজ/
i. বিভিন্ন বই পুস্তক ii. গবেষণা প্রতিবেদন
iii. পুরোনো প্রতিবেদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬৩. Innovation বা উদ্ভাবন কৌশল প্রয়োগ করা হয়— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তিকে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য
ii. ব্যক্তির অবস্থা উন্নয়নের জন্য
iii. ব্যক্তির সমস্যার মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৪ ও ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
তামান্না ঢাকা মেডিকেলে তিন মাস মাঠকর্ম অনুশীলন করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। রিপোর্টের কভার পেজে তামান্না নিজের নাম ঠিকানা লিখে প্রতিবেদনটি তত্ত্বাবধায়কের কাছে জমা দেয়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক প্রতিবেদনটি কভার পেজ দেখেই ফেরত দিয়ে দেন।

৬৪. তত্ত্বাবধায়ক তামান্নার রিপোর্টটি ফেরত দিয়েছেন কেন? [প্রয়োগ]
ক প্রতিষ্ঠানের নাম না লেখার কারণে
খ নিজের নাম লেখার কারণে
গ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না লেখার কারণে
ঘ আত্মমূল্যায়ন না করার কারণে **ক**

৬৫. কভার পেজটিকে সঠিকভাবে লিখতে হলে তামান্নাকে নিজের নামের পাশাপাশি— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে হবে
ii. সুপারিশমালা উপস্থাপন করতে হবে
iii. প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধায়কের নাম লিখতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com